এলএলবি-বিবিএসহ ৪ পেশাদার বিষয়ে ভর্তি নিচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশ: ২২ জুন, ২০২৬ ১৪:৫৯

সংগৃহীত ছবি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অন-ক্যাম্পাসে ২০২৫-২০২৬ সেশনে ১ম বর্ষে এলএলবি-বিবিএসহ ৪ পেশাদার বিষয়ে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ৪ বছর মেয়াদি এই

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির অনলাইন আবেদন আগামী ২৫ জুন থেকে শুরু হচ্ছে।

এলএলবি, বিবিএসহ মোট ৪টি পেশাদার বিষয়ে এবারের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পাবেন। এই আবেদন প্রক্রিয়া আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত চলবে।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুলের ভারপ্রাপ্ত ডিন ড. মো. আশেক কবির চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই ভর্তি তথ্য জানানো হয়েছে।

ভর্তির বিষয় ও আবেদন প্রক্রিয়া

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এবারের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো—এলএলবি, বিবিএ, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট এবং নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স।

আগ্রহী প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট (www.nu.ac.bd/admissions) থেকে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীদের অনলাইন গেটওয়ে অথবা পে-স্লিপ ডাউনলোড করে প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ১ হাজার টাকা সোনালী ব্যাংকের যেকোনো শাখায় জমা দিতে হবে এবং ২৮ জুলাইয়ের মধ্যে ফরমের প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করতে হবে।

ও-লেভেল, এ-লেভেল এবং বিদেশি সার্টিফিকেটধারী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন না করে সরাসরি বা ই-মেইলের (adm.hons@nu.ac.bd) মাধ্যমে ডিন বরাবর আবেদন করতে বলা হয়েছে।

আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা

২০২২/২০২৩ সালের এসএসসি এবং ২০২৪/২০২৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের এসএসসি ও এইচএসসিতে আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০-সহ উভয় পরীক্ষা মিলিয়ে অন্তত ৬.৫ থাকতে হবে। বিজ্ঞান শাখার ক্ষেত্রে উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫-সহ মোট জিপিএ ৭.৫ থাকা আবশ্যক। পাশাপাশি, উচ্চ মাধ্যমিকে পঠিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (২০০ নম্বরের) ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট ২.৫ থাকতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষা ও মেধা তালিকা

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এবার ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে ১ ঘণ্টার ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে কোনো নেতিবাচক নম্বর (নেগেটিভ মার্কিং) থাকবে না। পরীক্ষায় পাস নম্বর ৩৫।

ভর্তি পরীক্ষার ১০০ নম্বর এবং এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএ থেকে যথাক্রমে ৪০ শতাংশ ও ৬০ শতাংশ (সর্বমোট ২০০ নম্বর) হিসাব করে মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পরীক্ষার ৭ দিন আগে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে। পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর বা কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আর মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ভর্তির সময় মোট ১৫ হাজার ১৪৫ টাকা ফি দিতে হবে। চূড়ান্ত ভর্তির পর মেধার ভিত্তিতে বিষয় পরিবর্তনের (মাইগ্রেশন) সুযোগ থাকলেও কোটায় ভর্তিকৃতদের এই সুযোগ থাকবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই আগে চালু কোনো কোর্সে অধ্যয়নরত কেউ নির্বাচিত হলে, তাকে আগের ভর্তি বাতিল করে এখানে ভর্তি হতে হবে।

এরপরও যদি একই শিক্ষাবর্ষে বা দুটি ভিন্ন শিক্ষাবর্ষে কোনো শিক্ষার্থীর দ্বৈত ভর্তি ধরা পড়ে তবে তার উভয় ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল হবে বলেও জানানো হয়েছে।